শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ নিমি মহারাজের নিকটে নবযোগেন্দ্রগণের মিলন প্রসঙ্গে যাহা বর্ণন করিয়াছেন—

"ত একদা নিমেঃ সত্র মুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া,"

সেই সকল মহাপুরুষগণ কোনও এক সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছিলেন এস্থলে যদৃচ্ছা পদে স্বৈরিতা অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্য কোন হেতু প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিলেন না। যদৃচ্ছা শব্দে অমরসিংহ স্বৈরিতা অর্থই করিয়াছেন। সাধুগণের প্রতি পরমেশ্বরের প্রযোক্তৃত্ব সাধুগণের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইয়া সাধুগণ বর্হির্মুখ জীবের নিকট মিলিত হয়েন—এইরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে; যেহেতু ভক্তের ইচ্ছায় বশবর্ত্তী হইয়াই ভগবান্ সর্ব্বক্রিয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে আপ্তকাম শ্রীভগবানের কোন ইচ্ছার উদ্‌গম হইতে পারে না। তাই ১০।১৪ অধ্যায়ে "অস্যাপি দেববপুর" ইত্যাদি শ্লোকে "স্বেচ্ছাময়স্য"—এই পদে ভক্তগণের যেমন যেমন ইচ্ছা, তেমন তেমনভাবে তুমি প্রকাশ পাইয়া থাক। অষ্টমস্কন্ধে দুর্ব্বাসা মুনিকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"অহংভক্তপরাধীনঃ" অর্থাৎ হে মুনিবর! আমি সর্ব্বপ্রকারে ভক্তপরাধীন। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবদ্-ইচ্ছা ভক্ত ইচ্ছারই অধীন॥ ১৮১ ॥

৬।১৪ অধ্যায়েও শ্রীপাদ শুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও এইপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও এক সময়ে ভগবান অঙ্গিরা ঋষি এই লোকে বিচরণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই চিত্রকেতু মহারাজের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থানেও যে সময়ে শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি চিত্রকেতু মহারাজের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই তাহার ভগবৎ-সাম্মুখ্য ঘটিয়াছিল। কালান্তরে অর্থাৎ পুত্রের মৃত্যুর পর শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাহাই উদ্দীপ্ত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল—এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। অতএব পুত্রের মৃত্যুর পর যখন চিত্রকেতু মহারাজ বিলাপ করিতেছিলেন, তখন শ্রীমান অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হতি"

ব্রাহ্মণহিতকারী ভগবদ্‌ভক্ত আপনি কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হইতে যোগ্য নহেন, অর্থাৎ আপনার পক্ষে শোকাচ্ছন্ন হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। ১৮২ ॥

সাধুর কৃপাও কেবলমাত্র দুর্গতিজনের দুর্গতি দর্শনে উত্থিত হইয়া থাকে, নিজ উপাসনাদির কোন অপেক্ষা করেন না। যেমন শ্রীপাদ